সামন্ততান্ত্রিক সমস্যার ফলে একটা পরিবার ভেঙে পড়ছে। অনেকসময় চীনের নারীরা আত্মহত্যা করতে বাধ্য হয়েছে। মাও সে তুং নারীদের অবস্থান সম্পর্কে কবিতা লিখেছেন। তিনি নারীদের অত্যাচারের বিরুদ্ধেও সোচ্চার হয়েছিলেন। নারীদের উপর শারীরিক ও মানসিক অত্যাচার করেছে জমিদার শ্রেণী। ফলে নারীরা এর বিরুদ্ধে সংস্থা গঠন করেছে। জমিহারা কৃষকরা পরিবারে নারীদের খাওয়াতে পারছে না। ভিক্ষাবৃত্তি করছে। ফলে পরিবার ভেঙে যাচ্ছে। গৃহহীন এই সমস্ত ব্যক্তিরা বিদ্রোহে যোগদান করছে। নিম্নস্তরের নারীরা ছিল গৃহহীনা। নারীরা আঞ্চলিক সমিতিও তৈরী করেছিল। সামন্ততান্ত্রিক সমস্যার জন্য পরিবার বলে কিছু থাকছে না। ফলে যারা অবশিষ্ট রয়েছে তারা গুপ্ত সমিতিগুলোতে যোগদান করছে। উপনিবেশিকতার সময়ে সামন্ততান্ত্রিক সমাজের অবস্থা দুর্বল ছিল। কনফুসিয়াসমুখী পুরাতন চিন্তাধারার মতই সামন্ততান্ত্রিক সমাজ টিকে ছিল। কৃষক বিদ্রোহে গুপ্ত সমিতিগুলির বিশেষ ভূমিকা ছিলো যা কোন মতেই অস্বীকার করা যায় না।

তাইপিং বিদ্রোহ (১৮৫১-১৮৬৪) ঃ সূচনা

তাইপিং বিদ্রোহের সূত্রপাত হয়েছিল দক্ষিণ চীনের কোয়াংসি প্রদেশে। এই তাইপিং বিদ্রোহের নেতা হুং সিউ চুয়ান (Hung-Hsice-Chuan) দক্ষিণ চীনের কোয়াংটু (Kwangtung) প্রদেশের অধিবাসী হিসাবে মাঞ্চু বংশের উচ্ছেদ করে একটি ধর্ম রাজ্য প্রতিষ্ঠার পরিকল্পনা করেছিলেন। মাঞ্চু শাসকদের অত্যাচার ও দুর্নীতিমূলক আচরণ অন্যদিকে পাশ্চাত্য শক্তিবর্গের কাছে চীনের অপদস্থতা চীনের ক্ষেত্রে ক্ষতিকারক হয়েছিল। চীনের অভ্যন্তরে ব্যর্থতা ও বিদেশীদের কাছে দেশের অপমান হুং সিউ-চুয়ানকে নতুন আন্দোলনের পথ খুঁজে নিতে সাহায্য করেছিল। ১৮৪৫ খ্রিস্টাব্দে হুং সিউ চুয়ান ঈশ্বর ভক্তদের সমিতি (Socity of God Worshippes) নামক একটি সংগঠন গড়ে তুলেছিলেন। ১৮৪০ খ্রিস্টাব্দ থেকে তিনি খ্রিস্টধর্মের প্রতি আকৃষ্ট হয়েছিলেন। হুং বাইবেলের কিছু অংশ পাঠ করে নতুন ধর্মমত গঠন করেছিলেন এবং এই নতুন ধর্মমতে দেশবাসীকে দীক্ষিত করতে সচেষ্ট হয়েছিলেন। তিনি একটি ধর্মরাজ্য প্রতিষ্ঠার পরিকল্পনাও করেছিলেন। তাঁর প্রবর্তিত নতুন ধর্মের নামকরণ করা হয় 'তাইপিং ধর্ম।' তাইপিং কথাটির অর্থ হল 'মহান শান্তি'। এই নতুন ধর্মকে তাইপিং খ্রিস্টধর্ম বলেও অভিহিত করা হতে থাকে। নতুন ধর্মমত প্রবর্তন করে হুং নিজেকে ঈশ্বরের পুত্র ও যীশুখ্রীস্টের অনুগামী বলে মনে করতে লাগলেন। চীনে ঈশ্বরের রাজ্য (Kingdom of God) প্রতিষ্ঠা করার জন্যই তাকে পৃথিবীতে পাঠানো হয়েছে এই ধারণাও তিনি পোষণ করতে লাগলেন। এইরকম ধারনাই তাকে চীনে মাঞ্চু বংশের উচ্ছেদ সাধনের ক্ষেত্রে প্রেরণা দান করেছিল।

তাইপিং বিদ্রোহের ক্ষেত্রে এক প্রাক্ সর্বহারা নেতৃত্বের (Pre-Propletariet) আবির্ভাব ঘটেছিল। ১৮৪৫ খ্রিস্টাব্দে হুং সিউ চুয়ান-এর ঈশ্বর ভক্তদের সমিতিতে খনিশ্রমিক, ভূমিহীন চাষী, বেকার, কাঠকয়লা বিক্রেতা প্রভৃতি কোয়াংসির সমস্ত স্তরের হতাশ ও দরিদ্র শ্রেণীর জনগণ যোগদান করেছিল। হুং সিউ চুয়ান ১৮৪৮ খ্রিস্টাব্দে "এ টিচিং ফর আওকেনিং দ্যা ওয়ার্ল্ড" (A Teaching for Awakening the world) নামক একটি গ্রন্থ রচনা করেছিলেন।

এই গ্রন্থে চীনে কৃষক ঐতিহ্যের আদিম সমষ্টিবাদের (Primitive Collectivism) তত্ত্বের ধারা দেখতে পাওয়া যায়। ১৮৫০ খ্রিস্টাব্দে হুং এর সংগঠনের সদস্য সংখ্যা ১০ হাজার অতিক্রম করেছিল। হুং-এর সংগঠনের প্রত্যেকটি নারী ও পুরুষের সামরিক শিক্ষা দেওয়া হত। হুং তাঁর সংগঠনের সদস্যদের সশস্ত্র বিদ্রোহের জন্য তৈরী করেছিলেন। তাইপিং বিদ্রোহের অনুপ্রেরণা ছিল কৃষকদের কল্পরাজ্য (Peasant Utopia) প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে প্রাচীন চীনের ঐতিহ্যবাহী ধারা।

১৮৫১ খ্রিস্টাব্দে ১১ জানুয়ারীতে কোয়াংসি প্রদেশের জিন-তিয়েন গ্রামে একটি অনুষ্ঠানের মধ্যে দিয়ে তাইপিং বিদ্রোহের সূত্রপাত ঘটে। এই জিন-তিয়েন গ্রামের এক অনুষ্ঠানে "তাইপিং তিয়েন কুও" বা "মহতী শান্তির স্বর্গরাজ্য" প্রতিষ্ঠার কথা ঘোষণা করা হয়েছিল। তাইপিং বিদ্রোহের সূচনার সময় হুং-এর 'ঈশ্বরভক্ত সমিতি'র সঙ্গে অন্যান্য গুপ্ত সমিতিগুলির সম্পর্কে ভাঙ্গন লক্ষ্য করা যায়। ১৮৪৮ খ্রিস্টাব্দ থেকে ১৮৫০ খ্রিস্টাব্দের মধ্যে 'ঈশ্বরভক্ত সমিতি'র জনপ্রিয়তায় গুপ্ত সমিতির সদস্যরা ঈশ্বরভক্ত সমিতি'তে যোগদান করেন। দক্ষিণ চীনের ট্রায়াড (Triad) গুপ্ত সমিতির সদস্যরা এভাবেই ঈশ্বরভক্ত সমিতিতে যোগদান করেছিলেন। গুপ্ত সমিতিরা চিং বা মাঞ্চু বংশের শাসনের অবসান ঘটিয়ে মিং শাসন প্রতিষ্ঠা করতে চেয়েছিলেন। কারণ তারা মিং রাজবংশের সমর্থক ছিলেন। কিন্তু, তাইপিং বিদ্রোহ অংশগ্রহণকারীদের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য ছিল সম্পূর্ণ ভিন্ন ধরনের। তারা দুর্নীতিমূলক, দুর্বল মাঞ্চু শাসনের অবসান ঘটিয়ে সম্পূর্ণ নতুন শাসনতন্ত্র প্রতিষ্ঠা করতে চেয়েছিলেন।

তাইপিং বিদ্রোহের প্রেক্ষাপট ঃ (The Background of the Taiping Rebellion)

১৮৪২ খ্রিস্টাব্দে সম্পাদিত নানকিং চুক্তির পরবর্তীকালে চীনের ইতিহাসে দুটো গুরত্বপূর্ণ পরিবর্তন লক্ষ্য করা যায়। প্রসঙ্গতঃ, বিদেশী ব্যক্তিবর্গ চীনে রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক দিক থেকে প্রভাব বিস্তার করেছিল। বিদেশী শক্তিবর্গের সাম্রাজ্যবাদী মনোভাব চীনের কর্তৃপক্ষের কাছে ভীতির কারণ হয়েছিল। দ্বিতীয়তঃ, মাঞ্চু সরকারের দুর্বলতা চীনে আভ্যন্তরীণ সংকটের সৃষ্টি করেছিল। চীনের জনসাধারণ মাঞ্চু সরকারের দুর্নীতির বিরুদ্ধে আন্দোলন গড়ে তুলেছিল। নানকিং সন্ধির পর থেকেই চীনের জনসাধারণ দুটি শক্তির বিরুদ্ধে সংগ্রামে লিপ্ত হয়েছিলেন। প্রথমটি হল মাঞ্চু সরকারের বিরুদ্ধে সংগ্রাম, দ্বিতীয়টি হল বিদেশীদের বিরুদ্ধে সংগ্রাম। বহিরাক্রমণ ও প্রকৃতপক্ষে আভ্যন্তরীণ সংকটের মোকাবিলার উদ্দেশ্যে তাইপিং বিদ্রোহের সূচনা হয়েছিল।

১৮৪২ খ্রিস্টাব্দে নানকিং চুক্তির ফলে বাণিজ্যের উপর বিদেশী শক্তিবর্গের আধিপত্য বজায় থাকায় জনগণের মধ্যে ক্ষোভের সৃষ্টি হয়। বিদেশী বণিকগণও পাশ্চাত্য পুঁজিবাদী অর্থনীতি চীনের উপর চাপিয়ে দেওয়ার চেষ্টা করায় চীনের বণিক সম্প্রদায় ক্ষুব্ধ হয়েছিল। আমদানি পণ্যদ্রব্যের ক্ষেত্রে পাঁচ শতাংশ শুল্ক ধার্য করার ফলে চীনের বণিক সম্প্রদায়ের পরিবর্তে বিদেশী শিল্পপতিদের স্বার্থরক্ষা করা হয়েছিল। ফলে চীনের অর্থনীতিতে তার প্রভাব লক্ষ্য করা যায়। নানকিং-এর চুক্তির ফলে

অর্থনৈতিক পশ্চাৎপট

বিদেশী বণিকগণ নিজেদের মনোনীত চীনা বণিকদের সঙ্গে বাণিজ্যিক সম্পর্ক স্থাপন করে। সুতরাং চীনের বণিকগণ প্রকৃতপক্ষে বিদেশী বণিকদের অনুগত ভৃত্যে পরিণত হয়েছিল। আফিমের আমদানি বন্ধ করার ঘটনাকে কেন্দ্র করে আফিমের যুদ্ধ শুরু হলেও নানকিং-এর চুক্তিতে এ সম্পর্কে কোন শর্ত গৃহীত হয়নি। নানকিং চুক্তি স্বাক্ষরিত হবার পর আফিমের আমদানি বৃদ্ধি পেয়েছিল। ১৮৩০ খ্রিস্টাব্দে যেখানে ৫২ হাজার পেটি আফিম চীনে আমদানি করা হয়েছিল। ১৮৫৩ খ্রিস্টাব্দে সেখানে আফিমের আমদানি বৃদ্ধি পেয়ে ৮০ হাজার পেটি হয়েছিল। ১৮৫০ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত চীন বিদেশে প্রচুর পরিমাণে বয়ন শিল্পজাত দ্রব্য প্রেরণ করত। কিন্তু মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও ইংল্যান্ড থেকেও বয়ন শিল্পজাত পণ্যদ্রব্য চীনে আমদানি করা হত। চীন বয়ন শিল্পজাত পণ্যদ্রব্য রপ্তানীকারক দেশের পরিবর্তে আমদানিকারক দেশে পরিণত হয়। যার ফলে পাশ্চাত্যের শিল্পপতি ছাড়াও পাশ্চাত্যের বণিক সম্প্রদায়ও চীনের জনসাধারণের উপর আর্থিক শোষণ করতে শুরু করে। চীনের অর্থনৈতিক অবস্থার দ্রুত অবনতি ঘটতে শুরু করেছিল। আমদানিকৃত পণ্যদ্রব্যের মূল্যের তুলনায় রপ্তানিরত পণ্যদ্রব্যের মূল্যের পরিমাণ বহুগুণ বৃদ্ধি পাওয়ায় চীনের বৈদেশিক বাণিজ্য প্রতিকূল হয়ে ওঠে। অতিরিক্ত এই অর্থ প্রদানের জন্য চীন থেকে প্রচুর পরিমাণে রূপা বিদেশে চলে যায়, ফলে চীনে আর্থিক সংকট দেখা দেয়। চীনের মাঞ্চু সরকার এবং জমিদারগণ অতিরিক্ত কর স্থাপন করে নিজেদের আর্থিক ঘাটতি পূরণের ব্যবস্থা করলে চীনের জনগণের মধ্যে হতাশার সৃষ্টি হয়েছিল।

এছাড়া অন্য একটি কারণ চীনে অর্থনৈতিক সমস্যা বিশেষ সংকটের সৃষ্টি করেছিল। চীনের জনসংখ্যা বৃদ্ধির সাথে জমির পরিমাণের বৃদ্ধি না ঘটায় মাথাপিছু আবাদী জমির পরিমাণ কমে গিয়েছিল। ১৭৫৩ খ্রিস্টাব্দে মাথাপিছু জমির পরিমাণ ছিল ৩,৮৬ মৌ জমি সেক্ষেত্রে ১৮১২ খ্রিস্টাব্দ থেকে ১৮৩৩ খ্রিস্টাব্দের মধ্যে মাথাপিছু আবাদী জমির পরিমাণ হয় ১.৮৬ মৌ। আবাদী জমির পরিমাণ কমে যাওয়ার ফলে কৃষকের আর্থিক দুরাবস্থা প্রকাশ পায়। কৃষকরা আর্থিক দুরাবস্থা দূর করার উদ্দেশ্যে জমিদারদের কাছে জমি বিক্রি করে দিয়েছিল। চীনে এইভাবে ধনী জমিদার শ্রেণীর উদ্ভব হয়েছিল। চিহলি (Chihli) প্রদেশের হো (Ho) জমিদার পরিবার কৃষকদের জমি নিজ অধিকারে রেখে ধনী হয়ে উঠেছিল। বণিকশ্রেণীও জমিদারদের সঙ্গে জমি সংগ্রহের ক্ষেত্রে পারস্পরিক প্রতিযোগীতায় লিপ্ত হয়। জমি হস্তান্তরের ফলে ৬০ থেকে ৯০ শতাংশ জনগণ জমিহারা হয়ে পড়ে। কৃষকরা অন্য জীবিকা বেছে নেয়। শহরাঞ্চলে তারা কুলী, মুটে, ডক শ্রমিক, জাহাজের খালাসি হিসাবে নিযুক্ত হয়। চীনের অর্থনীতি শিল্পভিত্তিক না থাকায় শিল্প উৎপাদনের সঙ্গে যুক্ত ব্যক্তিরা সৎ ও ভদ্রভাবে জীবনযাপন করতে পারত। এই জনগণ চরম অর্থনৈতিক সংকটের সম্মুখীন হয়েছিল। এরাই বিদ্রোহের প্রাথমিক পর্যায়ের সূচনা করেছিল।

জনসাধারণের রাজনৈতিক আন্দোলন চীনের ইতিহাসের অন্যতম প্রধান দিক। কৃষক ও অন্যান্য শ্রেণীর শ্রমজীবীরা দেশের রাজনৈতিক ব্যবস্থার প্রতি বিশ্বাস অর্জন করতে পারেনি। কিন্তু তারা আন্দোলনের মাধ্যমে এই ব্যবস্থার প্রতিকার করার চেষ্টা করেছিল। ১৮৩০ খ্রিস্টাব্দ থেকে ১৮৪০ খ্রিস্টাব্দের মধ্যে চীনের বিভিন্ন স্থানে কৃষক বিদ্রোহ দেখা দেয়। বিদ্রোহীদের মধ্যে

রাজনৈতিক প্রেক্ষাপট

হয়েছিল। অদূরদর্শী মাঞ্চু সরকার বিদ্রোহের কারণ অনুসন্ধান করেননি, তার প্রতিকারের ব্যবস্থা করেননি, কৃষকদের সমস্যা সমাধানের জন্য কোন চেষ্টাই করেনি। তার পরিবর্তে সামরিক শক্তি ও আইনের সাহায্যে কৃষকদের আন্দোলনকে দমন করার চেষ্টা করেছিল। সাময়িকভাবে তা সফল হলেও কৃষক ও বিদ্রোহীদের অসন্তোষ বৃদ্ধি পায়।

চীনের মাঞ্চু রাজবংশের বিরুদ্ধে জনগণের অসন্তোষ ছিল। মাঞ্চুশাসকদের অযোগ্যতা ও সরকারী কর্মচারীদের দুর্নীতি জনগণের অসন্তোষ আরও বৃদ্ধি করে। মিং রাজবংশকে উচ্ছেদ করে বিদেশী মাঞ্চু রাজবংশ চীনের উপর কর্তৃত্ব স্থাপন করে। সেক্ষেত্রে চীনের জাতীয়তাবাদী জনগণ বিদেশী এই রাজবংশের প্রতি ক্ষুব্ধ ছিল। চীনা জনগণ এই রাজবংশকে উচ্ছেদ করবার চেষ্টা করতে থাকে। প্রথমতঃ প্রথম ইঙ্গ-চীন যুদ্ধে চীনের পরাজয় ঘটে। দ্বিতীয়তঃ নানকিং চুক্তির ফলে বিদেশীদের কাছে বাণিজ্যিক সুবিধা ও চীনের কয়েকটি বাণিজ্যবন্দর উন্মুক্ত হয়ে যায়। এর ফলে চীনের মাঞ্চু শাসকদের দুর্বলতা স্পষ্টভাবে প্রকাশিত হয়ে যায়। এই প্রসঙ্গে ঐতিহাসিক ইজরায়েল এপসটেইন (Israel Epstein) বলেন, চীনে বিদেশীদের প্রভাব ও প্রতিপত্তি জনগণের পক্ষে সহ্য করা সম্ভব ছিল না। ফলে দুর্বল মাঞ্চু বংশকে উচ্ছেদ করে নতুন চীনা রাজবংশকে সিংহাসনে স্থাপন করার চেষ্টা শুরু করেছিল। এ বিষয়ে উল্লেখযোগ্য যে, চীনের সমুদ্র তীরবর্তী অঞ্চলেই বিদেশীদের প্রভাব গভীরভাবে পরিলক্ষিত হয়েছিল বলে বহিরাগত মাঞ্চু রাজবংশ বিরোধী আন্দোলন এই প্রদেশগুলিতেই গড়ে উঠেছিল।

তাইপিং বিদ্রোহের প্রস্তুতির ক্ষেত্রে ইউরোপের সমসাময়িক আন্দোলনগুলি গুরুত্বপূর্ণ ছিল। দীর্ঘদিন ধরে চীনে বসবাস করেছিলেন ধর্মপ্রচারক গুটজালফ। ১৮৪৯ খ্রিস্টাব্দে জার্মানীতে গিয়ে সেখানকার রাজনৈতিক অবস্থা দেখে তিনি মন্তব্য করেছিলেন যে, 'ইউরোপের শ্রমিক শ্রেণীর সমাজতান্ত্রিক চিন্তাধারা রাজনৈতিক শক্তিরূপে প্রকাশিত হওয়ার প্রচেষ্টার সঙ্গে চীনের

সামাজিক প্রেক্ষাপট

শ্রমিকদের চিন্তাধারার মধ্যে বিশেষ কোন পার্থক্য নেই। কার্লমার্কস ও ফ্রেডারিক এঙ্গেলস এ প্রসঙ্গে ইউরোপের শ্রমিক শ্রেণীর আন্দোলন ও 'নিদ্রিত প্রাচ্যের' নির্যাতিত কৃষক শ্রেণীর আন্দোলনের সাদৃশ্য দেখে বিশ্বে সমাজতন্ত্রবাদী আন্দোলনের সম্ভাবনার কথা ব্যক্ত করেছিলেন। চীনের মাঞ্চু সরকার বিদেশীদের অবজ্ঞার চোখে দেখতেন। নানকিং চুক্তির পর বিদেশীদের সঙ্গে চীনের জনগণের যোগাযোগ ও সংযোগ গড়ে উঠেছিল। চীনের জনগণ ধীরে ধীরে আধুনিক বিদেশী সভ্যতা, ব্যক্তিত্ব, ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যের আদর্শের প্রতি আকৃষ্ট হয়েছিল। প্রকৃতপক্ষে আধুনিক চিন্তাধারার সঙ্গে সংঘাত শুরু হয়। এক্ষেত্রে কিছু বুদ্ধিজীবী ও জনগণ এ বিষয়ে আলোচনা করতে থাকেন। এ প্রসঙ্গে হুং সিউ চুয়ান এর নাম করা যায়, তিনি তাইপিং বিদ্রোহের সময় তার দায়িত্ব নিষ্ঠার সঙ্গে পালন করেন। বিদ্যালয়ের শিক্ষক ফেং ইউনশান, ভূমিহীন মজুর শিয়াও চাও-কুই, কাঠ কয়লা বিক্রেতা ইয়াং শিউ-চিং এর নামও এক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ। মাঞ্চু রাজবংশের বিরোধী মনোভাবাপন্ন

হয়ে অনেকেই জনসাধারণের মধ্যে রাজনৈতিক পরিবর্তনের কথা প্রচার করেছিলেন। পরবর্তীকালে, তাইপিং বিদ্রোহ শুরু হলে এই মতাবলম্বী ব্যক্তিরা হুং সিউ চুয়ানের নেতৃত্বে মাঞ্চু সম্রাটের বিরুদ্ধে সংগ্রামে লিপ্ত হয়েছিলেন।

চীনের অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক, সামাজিক প্রেক্ষাপটকে কেন্দ্র করে তাইপিং বিদ্রোহের সূত্রপাত ঘটেছিল। বিদ্রোহের নেতা হুং সিউ চুয়ান ছিলেন উল্লেখযোগ্য। তবে তাঁর এই আন্দোলন প্রথম পর্যায়ে ধর্মীয় আন্দোলনের মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল। কোয়াং টু প্রদেশের হুং সিউ চুয়ান প্রথমে ঈশ্বরের উপাসনার জন্য "সাঙতি হুই" নামক এক সমিতি গঠন করেন। কিন্তু কিছুদিনের মধ্যে এই সমিতির সদস্যরা রাজনৈতিক চিন্তাধারা দ্বারা প্রভাবিত হয়েছিল। তাইপিং বা "পূর্ণশান্তির রাজ্য" প্রতিষ্ঠার জন্য রাজনৈতিক আন্দোলন শুরু হয়। ঐতিহাসিক ডি. এম. ক্যাটেলবি (D. M. Ketelbey)-এর মতে, "রাজনৈতিক আন্দোলনের সঙ্গে যুক্ত হয়ে পড়লেও তাইপিং বিদ্রোহ কখনই তাঁর ধর্মীয় আন্দোলনের বৈশিষ্ট্যগুলি পরিত্যাগ করেনি।"

তাইপিং বিদ্রোহের কারণ

আফিমের অবৈধ ব্যবসা ও আফিমের আমদানির ফলে চীনের অর্থনীতি বিপর্যস্ত হয়ে পড়েছিল। আফিম আমদানির জন্য প্রচুর রূপা বিদেশে চলে যাওয়ায় চীনের অর্থনীতি ক্ষতিগ্রস্ত হয়ে পড়েছিল। ১৮৪৮ খ্রিস্টাব্দে চীনে আফিমের আমদানির ফলে ১০ মিলিয়ন রূপার মুদ্রা বিদেশে চলে গিয়েছিল। তামা রূপার বিনিময়ের হার পরিবর্তিত হয়। ১৭৮০ খ্রিস্টাব্দে ১ টিল (মুদ্রা) রূপার বিনিময় মূল্য যেখানে ১০০০ তাম্র মুদ্রা ছিল। ১৮৪৫ খ্রিস্টাব্দে ১ টিল রূপার বিনিময় মূল্য হয় ২০০০ তাম্র মুদ্রা। ক্রয়বিক্রয়ের ক্ষেত্রে সাধারণ ব্যক্তিদের মধ্যে তামার ব্যবহার থাকায় চীনের জনগণ আর্থিক সমস্যার মধ্যে পড়েছিল। তামার ক্রয়ক্ষমতা হ্রাস পাওয়ায় নিত্যপ্রয়োজনীয় দ্রব্যের মূল্য বৃদ্ধি পায়। জনগণের মধ্যে ক্ষোভের সৃষ্টি হয়েছিল। হুং সিউ চুয়ান তাইপিং বিদ্রোহের প্রাক্কালে, আফিমের বিনিময়ে লক্ষ লক্ষ টাকার সোনা ও রূপা নষ্ট করার জন্য মাঞ্চু সরকারকে নিন্দা করেছিলেন।

আফিম ব্যবসা

চীনের অর্থনীতি বিপর্যস্ত

চীন থেকে রূপা বিদেশে চলে যাওয়ায় রূপা ও তামার বিনিময় মূল্যে পার্থক্য দেখা গিয়েছিল। ১৮৫০ খ্রিস্টাব্দে প্রতিটি রূপার টিলের বা মুদ্রার বিনিময় মূল্য হয় ২২০০ থেকে ২৩০০ তাম্র মুদ্রা। কৃষক ও কারিগররা তাদের মজুরী পেতেন তামার মুদ্রার মাধ্যমে। কিন্তু রূপার মুদ্রার বিনিময় মূল্য অনুযায়ী তাদের কর দিতে হত। ফলে করের হার অপরিবর্তিত থাকলেও করের চাপ বৃদ্ধি পায়। সরকারী কর্মচারীরাও কর আদায়ের সময় পণ্যের মাধ্যমেও অর্থের মাধ্যমে দেওয়া বিকল্প দর (Substitution rate) নির্ধারণের ক্ষেত্রে কারচুপি করত। ফলে দরিদ্র কৃষক ও কারিগরদের করের চাপ বৃদ্ধি পেত। তাদের দুর্দশাই বিদ্রোহের ক্ষেত্র প্রস্তুত করতে সাহায্য করেছিল।

কর বৃদ্ধি

কৃষক ও কারিগরদের দুর্দশা

আফিমের যুদ্ধে চীনের পরাজয় ঘটলে চীনে সেনাবাহিনীর অযোগ্যতা স্পষ্টভাবে দেখতে

পাওয়া যায়। চীনের সেনাবাহিনীতে অযোগ্য ব্যক্তিদের সংখ্যাধিক্য ছিল। সৈন্যবাহিনীর মধ্যে শৃঙ্খলা ছিল না। এইট ব্যানারস (Eight Banners), গ্রীন স্ট্যান্ডার্ড (Green Standard) সৈন্যবাহিনীর দক্ষতা তো ছিলই না তারা অস্ত্রশস্ত্রের ক্ষেত্রেও অযোগ্য বলে প্রমাণিত হয়েছিল।

দুর্বল সামরিক ব্যবস্থা

মাঞ্চু সরকারের সামরিক ব্যবস্থাতেও দুর্বলতা প্রকাশ পায়। উচ্চপদস্থ মাঞ্চুদের সামরিক নেতা উলান তাই মন্তব্য করেছিলেন, 'প্রথম আফিমের যুদ্ধে অপমানজনকভাবে পরাজিত হবার পর মাঞ্চু সামরিক বাহিনীর মনোবল ভেঙে পড়েছিল। সৈন্যরা নেতাদের নির্দেশ অমান্য করত। সৈন্যদের যুদ্ধক্ষেত্র ত্যাগ করে পালিয়ে যাওয়া অভ্যাসে পরিণত হয়েছিল। সেনাবাহিনীতে শৃঙ্খলার অভাব বিশেষভাবে প্রকাশ পেয়েছিল। সৈন্যবাহিনীর বিশৃঙ্খলা মাঞ্চু শাসন বিরোধী ব্যক্তিদের বিদ্রোহ ঘোষণা করার প্রেরণা দান করেছিল।

মাঞ্চু শাসকদের দুর্নীতি ও অক্ষমতা চীনের জনগণের কাছে মাঞ্চু শাসনের ভাবমূর্তি ম্লান করেছিল। মাঞ্চু সরকারী কর্মচারী মধ্যে দায়িত্বজ্ঞানের অভাব ছিল। প্রশাসনিক ক্ষেত্রে দুর্নীতি প্রবেশ করেছিল। অর্থের বিনিময়ে সরকারী পদ বিক্রি করে দেওয়া হত। চীনের সরকারী

দুর্নীতিগ্রস্ত মাঞ্চু শাসন

কর্মচারীরা শাসনকার্যের প্রতি চরম অবহেলা করে সাহিত্য ও দর্শন চর্চায় মগ্ন থাকতেন। বৈদেশিক আক্রমণ ও আভ্যন্তরীণ ক্ষেত্রে অর্থনৈতিক বিপর্যয় মাঞ্চু শাসন ব্যবস্থার দুর্বলতাকেই প্রকাশ করেছিল। দুর্বল ও দুর্নীতিগ্রস্ত মাঞ্চু শাসন তাইপিং বিদ্রোহের পথ প্রশস্ত করেছিল।

প্রথম আফিমের যুদ্ধের পরবর্তীকালে নানকিং চুক্তি অনুযায়ী চীনের পাঁচটি বন্দর বিদেশীদের জন্য উন্মুক্ত হয়েছিল। বিদেশী পণ্য বিশেষ করে সূতীবস্ত্র চীনে আমদানী বৃদ্ধি পায়। দেশীয় হস্তশিল্পের বিনাশ ঘটে। বিদেশীদের কাছে উন্মুক্ত হবার পর ইয়াংসি অঞ্চল থেকে পরিচালিত বৈদেশিক বাণিজ্য সাংহাই অঞ্চল থেকে পরিচালিত হত। বিদেশী বাণিজ্যের ক্ষেত্রে

কর্মচ্যুত ব্যক্তিদের বিদ্রোহে যোগদান

ক্যান্টন বন্দরের একচেটিয়া অধিকার লুপ্ত হবার ফলে হাজার হাজার নৌকার মাঝি, কুলি কর্মচ্যুত হয়ে পড়েছিল। জাঁ শ্যেনো বলেন, এই কর্মহীন মাঝি ও কুলিদের মধ্যে থেকে তাইপিং বিদ্রোহের গুরুত্বপূর্ণ কর্মীরা এসেছিল। ইয়াং সিউ চিং এবং শিয়াও চাও কুই ইয়াংসি অঞ্চলে কুলির কাজ করতেন। এরা তাইপিং বিদ্রোহের গুরুত্বপূর্ণ নেতা ছিলেন। কর্মচ্যুত ব্যক্তিরা পরবর্তীকালে তাইপিং বিদ্রোহে যোগদান করেছিল।

প্রাকৃতিক দুর্যোগ চীনের অর্থনৈতিক দুর্দশাকে আরও বাড়িয়ে তোলে। খরা ও বন্যার ফলে ১৮৪০ এর থেকে ১৮৫৫ খ্রিস্টাব্দের মধ্যে কতকগুলো দুর্ভিক্ষ দেখা গিয়েছিল। ১৮৪৭ খ্রিস্টাব্দে হেনান অঞ্চলে খরা, ১৮৪৯ খ্রিস্টাব্দে ইয়াংসি উপত্যকা এবং ১৮৫০ খ্রিস্টাব্দ হুনানে

প্রাকৃতিক দুর্যোগ

দুর্ভিক্ষে জনজীবন বিপর্যস্ত হয়েছিল। ১৮৫২ খ্রিস্টাব্দে ইয়েলো নদীর (Yellow) গতিপথ দক্ষিণ থেকে উত্তরে সানটুং-এর দিক পরিবর্তনের ফলে জল-প্লাবন হয়েছিল। প্রাকৃতিক বিপর্যয়ে ক্ষতিগ্রস্তদের কোনরকম সরকারী সাহায্য করা হয়নি। অন্যদিকে সরকারী তহবিলের অর্থ সরকারী কর্মচারীদের মধ্যে বণ্টিত

চীনে তাইপিং বিপ্লবের পূর্বে বৌদ্ধ ধর্মের সংসার বৈরাগ্য, তাও ধর্মের কুসংস্কার, কনফুসিয়দের প্রাচীন বিদ্যা চীন জনগণের আস্থাভাজন করতে পারেনি। মাঞ্চু রাজবংশ ছিলেন রক্ষণশীল কনফুসিয় ধর্মের সমর্থক। মাঞ্চু শাসনের সমর্থক হওয়ায় কনফুসিয়রাও চীনা জনগণের আস্থা হারিয়েছিল। সেই মুহূর্তে চীনে হুং সিউ চুয়ান এক নতুন ধর্মমত প্রতিষ্ঠা করেন। খ্রিস্টান ধর্মের মূলনীতিকে তিনি গ্রহণ করেন। কিন্তু নতুন ধর্মীয় মতবাদের প্রচারের জন্য তাঁর উপর অত্যাচার শুরু হলে তিনি "স্বর্গীয় রাজা" রূপে নিজেকে ঘোষণা করেন। তাইপিং অর্থাৎ পরিপূর্ণ শান্তির রাজত্ব প্রতিষ্ঠা করার জন্য একটি সংগঠন গড়ে তোলেন। এই সংগঠনই তাইপিং বিদ্রোহের সূচনা করা ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা গ্রহণ করেছিল।

ধর্মীয় কারণ

দক্ষিণ চীনে মাঞ্চু শাসনের ভিত্তি দুর্বল ছিল। দক্ষিণ চীনে খ্রিস্টান মিশনারিদের কার্যাবলী তাইপিং বিদ্রোহীদের মধ্যে প্রভাব বিস্তার করেছিল। তাছাড়া ঐ অঞ্চলে দারিদ্র্য এক ভয়াবহ রূপ ধারণ করেছিল। দক্ষিণ চীন ছিল বিদ্রোহ প্রবণ অঞ্চল। সব মিলিয়ে দক্ষিণ চীনে মাঞ্চু বিরোধী সংগ্রামের পথ তৈরী হয়েছিল। জাঁ শ্যেনো মন্তব্য করেছেন, "দক্ষিণ চীন ছিল তাইপিং বিদ্রোহের জন্মকালীন দোলনা।"

দক্ষিণ চীনে মাঞ্চুবিরোধী সংগ্রাম

তাইপিং বিদ্রোহের অগ্রগতি ও অবদান

তাইপিং বিদ্রোহীদের কেন্দ্রস্থল ছিল কোয়াংসি অঞ্চল। ১৮৪৭ খ্রিস্টাব্দে হুং সিউ চুয়ান ও তাদের সহকর্মীরা নিজেদের ঈশ্বরের পূজারী (God-Worshippers) রূপে পরিচয় দিয়েছিলেন। হাক্কা, মিয়াও (Miao), ইয়াও (Yao) সম্প্রদায়ের কৃষকরা তাইপিং বিদ্রোহে যোগদান করে। তাছাড়া মাঞ্চু বিরোধী জনগণও তাইপিং বিদ্রোহে যোগদান করেছিল। ১৮৫০ খ্রিস্টাব্দে তাইপিং বিদ্রোহীদের নির্দেশ দেওয়া হয়েছিল মাঞ্চু সরকারের সৈন্যবাহিনীকে সশস্ত্র প্রতিরোধ করতে। এই বছরই তাইপিং অনুগামীদের সংখ্যা ১০ হাজার অতিক্রম করে। "স্বর্গীয় রাজা" হুং সিউ চুয়ানকে মেনে নিয়ে তাঁর প্রতি শ্রদ্ধা প্রদর্শন করা হয়।

১৮৫১ খ্রিস্টাব্দে তাইপিং অনুগামীরা 'দীর্ঘ কেশী বিদ্রোহী" নামে (Long Hair Rebels) পরিচিত হন। পাঁচজন তাইপিং নেতাকে রাজা উপাধি দেওয়া হয়। ইয়াঙ্গ সিউ চিং (Yang Hsiu Ching) —পূর্বদিকের রাজা (East King), ফেন উয়ুন শান (Feng Yun Shan) — দক্ষিণদিকের রাজা (South King), সিয়াও চাও কুয়েই (Msiao Chao Khei) — পশ্চিমদিকের রাজা (West King), উই-চাং-হুই (Wei-Chang-Hui) —উত্তরদিকের রাজা (North King), সি টা কাই (Shin Ta Kai) —সহকারী রাজা (Assistant King) হিসাবে পরিচিত ছিলেন।

কৃষক, কাঠকয়লা বিক্রেতা, খনি মজুর, জলদস্যু, কুলী, সরকারী কর্মচারী, ব্যবসায়ী প্রভৃতি বিভিন্ন পেশার সঙ্গে যুক্ত ব্যক্তিরা তাইপিং সামরিক বাহিনী গড়ে তোলে।